দৈনিক সংবাদ

কর্মকমিশনের রিপোর্ট

03

তারিখ ... 25-2-86
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 1

সরকারী চাকরির জন্য কোন সুষম নিয়োগবিধি নেই

।। আবুল কাশেম ।।

রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক পেশকৃত কমিশনের ১৯৮৫ সনের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয় যে, কতিপয় দপ্তর ও পরিদপ্তরের অধীন বহুসংখ্যক পদের নিয়োগবিধি এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। সরকার অবিলম্বে নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণের জন্য বার বার নির্দেশ জারি করে আসছেন। তথাপিও কতিপয় দপ্তর ও পরিদপ্তরের অনেক পদেরই নিয়োগবিধি এখনো চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

কমিশন লক্ষ্য করেন যে, সরকার যেসব উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছেন সেগুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয় না। এসব প্রকল্পে নিয়োগবিধি ছাড়াই লোক নিয়োগের প্রবণতা রয়েছে। নিয়োগবিধি ছাড়া লোক নিয়োগ করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। কমিশন এও লক্ষ্য করেছেন যে, পাকিস্তান আমলের ম্যানুয়েল ও সরকারী আদেশ দ্বারা প্রণীত বেশ কিছুসংখ্যক পদের নিয়োগবিধি এখনো পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। এসব নিয়োগবিধি দ্বারা সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। কারণ এগুলো বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ নিয়োগবিধির অনুসরণে এসব নিয়োগবিধিও চূড়ান্ত করে নেয়া উচিত। তাই কমিশন আশা করেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পসহ সকল পদের নিয়োগবিধি যাতে ষডেল আকারে প্রণয়ন করে নেয়া হয়, সেজন্য সরকার আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, অনধিক পাঁচ বছরের জন্য সৃষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পে লোক নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরে কমিশনের আওতা-বহির্ভূত ছিল। কমিশনের আওতা-বহির্ভূত এসব প্রকল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। যে সব উন্নয়ন প্রকল্প ইতিমধ্যে রাজস্ব খাতে এসেছে, সেগুলোতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অস্থায়ী নিয়োগ সম্প্রতি জারিকৃত বিধি দ্বারা নিয়মিত করা হচ্ছে। কিন্তু যাদের চাকরি এখনও উন্নয়ন প্রকল্পে রয়েছে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। তাছাড়া ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগে জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, কোন কোন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ

(শেষ পৃঃ ৯-এর কঃ দ্রঃ)

নিয়োগবিধি নেই

(১ম পাতার পর)

হতে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য অসম্পূর্ণ রিকুইজিশন বা অনুরোধ পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি যখন কমিশন কর্তৃক চাওয়া হয়, তখন তা না পাঠিয়ে পদগুলো কমিশনের আওতা-বহির্ভূত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়োগ দান করে থাকেন।

ভুল তথ্য প্রেরণ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে কমিশনের নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকেন বলে কমিশনের রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়। এর ফলে কমিশনকে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয় যে, সমাজকল্যাণ ও মহিলা-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা দপ্তরের ১৯ জন উপপরিচালকের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারণের জন্য ২৬-৫-১৯৮৪ তারিখে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট প্রার্থিগণ নিয়মিত বলে মন্ত্রণালয় তাদের প্রস্তাবের সঙ্গে প্রেরিত তালিকায় উল্লেখ করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও উপ-পরিচালক পদে নিয়মিত বলে কমিশনকে অবহিত করেন। কিন্তু নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কোন সরকারী আদেশ বা নোটিফিকেশন তারা কমিশনে দাখিল করতে পারেননি। নিয়মিতকরণের আদেশ অনুযায়ী দেখা যায় যে, উক্ত কর্মকর্তাগণ ২২-১০-৮৫ তারিখের ৭১১নং নোটিফিকেশন অনুযায়ী উপ-পরিচালক পদে নিয়মিত হন। কিন্তু তারা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২৬-৫-৮৪ তারিখের প্রস্তাবে নিয়মিত বলে উল্লেখ করে। এরূপ ভুল তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র প্রেরণের ফলে কমিশনকে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়; এবং কমিশনকে অযথা হয়রানি পোহাতে হয় ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। ভুল অথবা অসম্পূর্ণ তথ্যের ফলে শুধু পদোন্নতি নয়, কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারণ এবং নিয়মিতকরণে কমিশনকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত যেসব এডহক নিয়োগ করা হয়, সেগুলো নিয়মিতকরণের জন্য সরকার কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সাধারণ বিধি জারি করেন। এ বিধি অনুযায়ী কমিশন ১৯৮৫ সালে ৩ হাজার ৩১৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ অনুমোদন করেন। নিয়োগবিধি, গোপনীয় প্রতিবেদন ইত্যাদি কাগজপত্রের অভাবে অনেক এডহক